যুগান্তর

05 NOV 2013
২ ৪

সৃজনশীল পদ্ধতি ৫ বছরে আয়ত্ত করেছে মাত্র ৫৬ ভাগ বিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

চালু হওয়ার ৫ বছর পরও 'সৃজনশীল' পদ্ধতি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। বছরের পর বছর ধরে চলা 'সনাতনী' পদ্ধতি বাদ দিয়ে ২০০৮ সালে মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়ায় শুরু করা হয় এই পদ্ধতি। এরপর কেটে যায় ৫টি বছর। কিন্তু এতদিনেও খোদ শিক্ষকরাই এই পদ্ধতিটি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি। এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে শিক্ষার্থীদের অবস্থা কি?

সম্প্রতি সরকারের পক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সারা দেশে সৃজনশীল পদ্ধতির বাস্তবায়নের হাল-হকিকত বের করতে সরেজমিন তথ্যানুসন্ধান করে। 'একাডেমিক সুপারভিশন' নামের ওই অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মাত্র ৫৬ ভাগ স্কুল সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারে। এই পদ্ধতিতে একেবারেই প্রশ্ন করতে পারে না— এমন স্কুল রয়েছে ১৭ ভাগ। বাকি প্রায় **পদ্ধতি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪**

পদ্ধতি : সৃজনশীল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৭ ভাগ প্রতিষ্ঠান রয়েছে মাঝামাঝি পর্যায়ে। অর্থাৎ ওই সব প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশ্ন করতে পারেন। যেসব বিষয়ের শিক্ষকরা বিষয়টি আয়ত্ত করতে পারেননি, স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নেয়ার জন্য সেসব বিষয়ের প্রশ্ন বাইরে থেকে কিনে নিতে হয় কর্তৃপক্ষকে। এখানেই শেষ নয়, চলতি বছর সরকার মাধ্যমিক স্তরের গণিত বিষয়টিকেও সৃজনশীল পদ্ধতির অধীনে আনে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি এতটাই জটিল আকার ধারণ করে যে, বিগত অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় খোদ ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সারা দেশে যে সাড়ে ২৭ হাজার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত, দক্ষ, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক রয়েছেন রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। সেখানে যদি শিক্ষার্থীদের এই দশা হয়, তাহলে সারা দেশের চিত্র কী— তা সহজেই অনুমেয়। সৃজনশীল পদ্ধতি হবে মূল পাঠ্যবইয়ে যে পাঠ রয়েছে তার থেকে প্রশ্ন না করে তারই মূলভাবের আলোকে বাইরের দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা। সেই দৃষ্টান্ত থেকে জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা— এই চারটি স্তরে প্রশ্ন করা হয়। শিক্ষার্থীরা দৃষ্টান্ত অনুসরণে মূল পাঠ সামনে রেখে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই পদ্ধতিকে ইতিবাচকভাবে দেখে থাকেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মনে করেন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা চিন্তাশীল ও সৃজনশীল হবে। সৃজনশীল পদ্ধতির লেখাপড়াকে বিশিষ্টজনরা ইতিবাচক হিসেবে দেখলেও শিক্ষকদের পাঠদানের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। নতুন এ পদ্ধতিতে এখনও শিক্ষকদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়নি। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়নি। শিক্ষকরা যথাযথভাবে পাঠদান করতে পারছেন না। প্রশ্ন করতে গিয়ে, খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। যে কারণে সারা দেশে অন্তত সাড়ে বিরানব্বই লাখ শিক্ষার্থী বিপাকে পড়েছে।

ঢাকাসহ সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অধিকারভিত্তিক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে থাকে অভিভাবক সমন্বয় পরিষদ নামে একটি সংগঠন। ওই সংগঠনের সভাপতি নীপা সুলতানা যুগান্তরকে বলেন, গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন চিত্র খুবই হতাশাজনক। ছাত্রছাত্রীরা তো দূরের কথা শিক্ষকরা পর্যন্ত বিষয়টি বুঝতে পারছেন না। এবারের ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় ঢাকার বিভিন্ন স্কুলে এই বিষয়ে অন্তত ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতির বিরুদ্ধে অন্তত ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীর অবস্থান। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, ঈদুল আজহার আগে প্রেস ক্লাবের সামনে গণিতে সৃজনশীল বাতিলের দাবিতে মৌন অবস্থান কর্মসূচি ডেকেছিলেন। সেখানে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা মৌনতা ভেঙে রীতিমতো বিক্ষোভ করেছেন। আর এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, কর্মসূচির ব্যানারের জন্য অগ্রণী স্কুলের ছাত্রীরা ২২শ' টাকা তার হাতে তুলে দেয়, যার সবই দশ টাকার নোট। এটা দেখে তিনি ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, ক্লাসের সব ছাত্রী টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে ১০ টাকা করে চাঁদা দিয়েছে কেবল গণিতের সৃজনশীল বাতিলের দাবিতে।

তিনি জানান, তারা অগ্রণী স্কুল, সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ রাজধানীর শীর্ষ ১০টি স্কুলে জরিপ চালিয়ে দেখেছেন, ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী সৃজনশীল পদ্ধতির বিরোধিতা করছে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কাছে রীতিমতো আতঙ্কের বিষয়। তার অভিযোগ, আসলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে সৃজনশীল পদ্ধতি শুরু থেকেই এক অজানা আতঙ্ক। বিশেষ করে গণিতের আতঙ্কের বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের জানিয়েও ফায়দা পাওয়া যায়নি। তারা সবাই অনেকটা নির্লিপ্ত। তিনি দাবি করেন, সরকার বলছে, কোচিং আর নোট গাইড বন্ধে এই সৃজনশীল পদ্ধতি ভূমিকা রাখছে। কিন্তু বাস্তবে দুটিই বেড়ে গেছে। এখন স্কুলে-বাইরে সব জায়গায় শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়। পড়তে হয় প্রাইভেট। আগে একটি কোম্পানির গাইড কিনে চললেও এখন বেশি বেশি উদ্দীপক (দৃষ্টান্ত) পেতে একাধিক কোম্পানির গাইড কিনতে হয়। তার আরও অভিযোগ, শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিয়েই পদ্ধতিটি গোড়া থেকেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা এবার গণিতের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয়েছে। জানুয়ারি মাসে গণিত ও উচ্চতর গণিতের ওপর ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণীতে সৃজনশীল চালু করা হলেও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সেপ্টেম্বরে। এই ৯ মাস শিক্ষার্থীদের পাঠদান হয় আগের পদ্ধতিতে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ও ঢাকার মতো একই চিত্র দেখা গেছে।

গাইড কেবল যে শিক্ষার্থীরা কিনছে তা নয়, শিক্ষকরা পর্যন্ত তা দেখে ক্লাসে পাঠদান করেন। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে সরেজমিন পরিদর্শনকালে এ চিত্র পাওয়া গেছে। গাইডের বিক্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে দেশের অন্যতম সেরা গাইড পাঞ্জেরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল হাসান শায়ক বলেন, বর্তমান পদ্ধতিতে তারা আসলে গাইড নয়, রেফারেন্স বুক প্রকাশ করেন, যা শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কে মূল পাঠ বুঝতে সহায়তা করে। পুঁথিনিলয়ের স্বত্বাধিকারী শ্যামল পাল বলেন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই তাদের বই কেনেন। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কোথাও পেশাদার কোচিং সেন্টার আবার কোথাও মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার অপপ্রয়োগ করে দুর্বল শিক্ষার্থীর পরিবর্তে ক্লাসের সবাইকে কোচিং করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষার মতো বিষয় পর্যন্ত কোচিং করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এই দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে। সেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১ হাজার করে টাকা দিতে হয় শিক্ষককে, বাধ্যতামূলক কোচিংয়ের জন্য। সংশ্লিষ্টরা জানান, সৃজনশীল পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন না হওয়ার আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ২০১৩ সালের এইচএসসির ফলাফল। এবার উচ্চতর গণিত, রসায়ন আর বাংলার মতো বিষয়ে খারাপ করেছে শিক্ষার্থীরা। এর জন্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অবশ্য বিরোধী দলের পরীক্ষাকালে হরতালকে দায়ী করেন। কিন্তু রসায়ন পরীক্ষার আগের দিন কোনও হরতাল ছিল না। তারপরও সেই বিষয়ে সারা দেশেই শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক বেশি ফেল করেছে।

জোড়াতালির সৃজনশীল : মাউশির একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্টের ২২ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত দেশের ৯টি অঞ্চলে সৃজনশীলের বাস্তবায়ন পদ্ধতির সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঢাকা অঞ্চলে প্রায় ৫৯ ভাগ প্রতিষ্ঠান সৃজনশীলে সম্পূর্ণ প্রশ্ন করতে পারে। ২৭ ভাগের বেশি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করে। বাকিদের প্রশ্ন প্রণয়নের হার আংশিক। রংপুর অঞ্চলেও প্রায় এই একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে বরিশাল। ওই অঞ্চলের প্রায় ৩৫ ভাগ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ প্রশ্ন নিজেরা করতে পারে। ৪৫ ভাগের বেশি প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন আংশিক নিজেরা করে আর ২০ ভাগের বেশি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন কিনে নেয়। এই প্রতিবেদনের পর সরেজমিন খোঁজ নিতে গিয়ে বাউফলে দেখা যায়, সেখানে প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয় সমিতিভিত্তিক। অর্থাৎ পরীক্ষা এলে সমিতিভুক্ত স্কুলগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব বিষয়কে যোগ করে এবং স্কুলগুলোর মধ্যে বিষয় ভাগ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলে সব শিক্ষক মিলে নিজ নিজ ভাগে পড়া প্রশ্ন প্রণয়ন করে সমিতিতে জমা দেন। এরপর সমিতি সব প্রশ্ন একত্র করে পূর্ণ সেট মিলিয়ে স্কুলগুলোর মধ্যে বিতরণ করে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করে সমিতির একজন শীর্ষ নেতা বিষয়টি স্বীকার করে তা পত্রিকায় না দিতে অনুরোধ করেন। অভিভাবক ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল কবির দুলু বলেন, এখনও রীতিমতো গোঁজামিল দিয়ে চলছে সৃজনশীল পদ্ধতির লেখাপড়া। তাদের জানা মতে, কেবল বাউফল নয়, প্রায় সারা দেশেই শিক্ষকদের পাঠদান, প্রশ্ন তৈরি, খাতা মূল্যায়নে ইত্যাদির মধ্যে এতই ফারাক থাকছে যে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই এখন পরীক্ষার উত্তরপত্র অভিভাবকদের দেখার জন্য বাসায় দিচ্ছে না। প্রকল্পের পরিচালক যুগ্মসচিব রতন রায়ন যুগান্তরকে বলেন, যে কোনো নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে গেলে শুরুতে কিছুটা ঝক্কি আসে। তারা সেই সময়টিই এখন পার করছেন। তিনি বলেন, আসলে পদ্ধতি অত্যাধুনিক। বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্যভাবে ক্লাস পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সারা দেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেশির ভাগ শিক্ষকের মান এতই নিম্ন যে, অনেকে প্রশিক্ষণের ভাষা পর্যন্ত বোঝেন না।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, নতুন পদ্ধতি হিসেবে তা আয়ত্ত করতে একটু সময় লাগেই। এটা সব ধরনের নতুনকেই গ্রহণে মানুষের কষ্ট হওয়ার দৃষ্টান্ত দেন। তিনি এ সময় বেশির ভাগ শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, আসলে অনেকের অবস্থা এমন যে, তাদের প্রশিক্ষণ 'রিসিভ'-এর (গ্রহণ) সক্ষমতা পর্যন্ত নেই। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, সৃজনশীল সফলভাবে বস্তবায়নের জন্য তারা ইতিমধ্যে ৪ লাখ ৪৫ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আরও প্রশিক্ষণ চলছে। তিনি বলেন, নতুন পদ্ধতি শিক্ষকদের আয়ত্ত করতে একটু সময় লাগতেই পারে। কিন্তু পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করেছে। যে কারণে দিন দিন পাসের হার বাড়ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সৃজনশীল পদ্ধতির জন্য শিক্ষকদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। সারা দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষককে দু'বার করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এইচএসসিতে পরীক্ষায় ফল খারাপ হওয়ার জন্য শিক্ষামন্ত্রী সৃজনশীল পদ্ধতি নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই দায়ী করেন।